৫৭

দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ... ০৪ AUG 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২ ......

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া দলিলের ওপর অনুষ্ঠিত এক জাতীয় কর্মশালা উদ্বোধনকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, বর্তমান সরকারের দেয়া অঙ্গীকারের ওপর ভিত্তি করে এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। সরকারের প্রতিশ্রুতির উল্লেখযোগ্য দিকগুলো তার ভাষায় ঃ দরিদ্র ও বেকার জনগোষ্ঠীকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও আত্মনির্ভর জনশক্তিতে রূপান্তর করা, ১০ বছরের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা, নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা, প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সংস্কার ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা এবং সর্বোপরি দেশকে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উপযোগী করা। অর্থাৎ এই প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নের কার্যপ্রক্রিয়া ও ব্যবস্থা পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাখা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এ পরিকল্পনাকালে মোট বিনিয়োগ ধার্য করা হয়েছে ২ লাখ ৩ হাজার ৪শ' কোটি ২৩ লাখ টাকা। এর মধ্যে সরকারী খাতে ধরা হয়েছে ৮৬ হাজার ৫শ' কোটি টাকা যা মোট বিনিয়োগের শতকরা ৪৩ ভাগ। আর বেসরকারী খাতে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১ লাখ ১৭ হাজার ৪শ' কোটি টাকা অর্থাৎ শতকরা ৫৭ ভাগ। মোট পরিকল্পনার শতকরা ৭৪ ভাগ বিনিয়োগ করা হবে দেশজ সম্পদ থেকে। বেসরকারী খাতের অগ্রগতির জন্য পরিকল্পনায় বিশেষ কিছু পদক্ষেপ নেয়ার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ ক্ষেত্রে সরকার কেবলমাত্র অংশীদারের ভূমিকা পালন করবে। জানানো হয়েছে, পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং শিল্পায়নের মাধ্যমে সার্বিক অগ্রগতির পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

জাতীয় উন্নয়নের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে পঞ্চবর্ষ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া এবং তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বলার অবকাশ রাখে না। অন্যান্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মত পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার গুরুত্ব ও তাৎপর্যও সহজেই অনুধাবন করা যাবে। অভিযোগ করা হয়ে থাকে, পূর্ববর্তী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলো যথাযথভাবে এবং পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। এ অভিযোগ অস্বীকার্য নয়। কেন সম্ভব হয়নি, অবশ্যই সেটা খতিয়ে দেখা আবশ্যক। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় এটা খতিয়ে দেখার কাজটি হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। অধিকাংশ পরিকল্পনার অসাফল্য ও ব্যর্থতার বীজ পরিকল্পনার ভেতরেই নিহিত থাকে। সাধারণতঃ আমরা দেখি, পরিকল্পনায় অভিলাষ ও প্রতিশ্রুতির খতিয়ান থাকে বিরাট। কিন্তু ঐ অভিলাষ ও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য অর্থ কোথা থেকে আসবে কিংবা অর্থের যে উৎসগুলোর কথা বলা হয় তা অর্থ যোগানে কতটা সক্ষম, এসব বিষয় খুব কমই বিবেচনা করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ পরিকল্পনার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা থাকে। অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার কোনো উল্লেখ বা বিবরণ থাকে না। ফলে বাস্তবায়ন পর্যায়ে সংকট ও সমস্যায় পতিত হতে হয় এবং বাস্তবায়ন ব্যাহত হয়। তৃতীয়তঃ পরিকল্পনার কোন্ অংশ কারা বাস্তবায়ন করবে, তারা কতটা দক্ষ, সৎ এবং পারঙ্গম—এটাও খুব কমই বিবেচনা পেয়ে থাকে। চতুর্থতঃ এমন অনেক অংশ পরিকল্পনায় থাকে যার সঙ্গে বাস্তবতার কোনো সম্পর্ক থাকে না। ফলে, ঐসব অংশের বাস্তবায়ন ব্যর্থ পরিণতি লাভ করে।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া সম্পর্কে ইতিমধ্যে যেসব মতামত এসেছে তাকে খুব আশাবাদী ও উৎসাহজনক বলে মনে করা যায় না। বিশেষজ্ঞদের মতামত থেকে বেরিয়ে এসেছে (ক) পরিকল্পনায় স্থানীয় সরকারকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু বলা হয়েছে অথচ সেখানেই বরাদ্দ রাখা হয়েছে কম। এছাড়া পরিকল্পনার কোন্ অংশ স্থানীয় সরকার বাস্তবায়ন করবে, তা বলা হয়নি। (খ) বেসরকারী খাতে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা বেশী ধরা হয়েছে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি, শিল্প ও ভৌত অবকাঠামোর প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রাও প্রশ্নসাপেক্ষ। (গ) এটি একটি উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা। (ঘ) ৭ ভাগ লক্ষ্যমাত্রা খুবই বেশী। (ঙ) বেসরকারী খাতকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বটে কিন্তু এই খাতে কি বিনিয়োগ কৌশল অবলম্বন করা হবে, তা বলা হয়নি। এছাড়া সরকারী খাত যাতে যথাযথ অবদান রাখতে পারে তার পরিবেশ রচনায় কোনো দিক-নির্দেশনা নেই। (চ) বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য ঃ দরিদ্র জনগণ, সর্বত্র দুর্নীতি এবং খারাপ আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি। অতীতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪ থেকে সাড়ে ৪ শতাংশ। এই প্রেক্ষাপটে প্রবৃদ্ধির ৭ ভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে সামাজিক বিপ্লব সংগঠিত করতে হবে। (ছ) পরিকল্পনাটি শুধু উচ্চাভিলাষী নয়—বাস্তবের সঙ্গে এর কোনো মিলও নেই। (জ) এতে বহিঃসম্পদ সংগ্রহের দিক-নির্দেশনা আছে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের দিক-নির্দেশনা নেই। (ঝ) খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। (ঞ) উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে কিভাবে মহিলাদের সম্পৃক্ত করা হবে তার কোনো দিক-নির্দেশনা নেই। (ট) স্বাস্থ্য খাতের পরিকল্পনাও পর্যাপ্ত নয় ইত্যাদি।

এসব যদি পরিকল্পনার ত্রুটি-বিচ্যুতি হিসাবে সাব্যস্ত হয় তবে এর বাস্তবায়নে পূর্ণ সাফল্য আসবে কিভাবে? পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কাংক্ষিত পরিবেশের প্রয়োজন। যে পরিবেশ প্রতিষ্ঠায় সরকার কতদূর কি করছে বা করতে পারবে সেটাও কম বিবেচ্য বিষয় নয়। জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নে যেমন তেমনি বাস্তবায়নেও জাতীয় রাজনৈতিক ঐকমত্যের ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিকল্পনার পক্ষে রাজনৈতিক ঐকমত্য আছে কিনা কিংবা তা প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ সরকারের আছে কিনা সেটাও একটি বড় ব্যাপার। পরিকল্পনার ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন ও অন্যান্য বিষয় সামনে রেখে অগ্রসর হলে একটি প্রত্যাশিত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা জাতির জন্য উপহার দেয়া সম্ভব হবে বলে আমরা মনে করি।